বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান সংস্কৃতির মধ্যে সমতা বোঝানোর জন্যে খ্রীষ্ট-পিতাকার এই ১০টি গল্প এখানে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেব এবং যীশুর শিক্ষার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে কারণ দুজনেই সহমর্মিতা, দয়া এবং অন্যের ভালোর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো যা ভুল বোঝাবোঝির কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছেঃ

১) নির্বাণের ধারণা। বিনাশ (অস্থায়িত্ব এবং স্থায়িত্ব)

২) নতুন জন্ম এবং নির্বাণ হতে জন্মের ধারণা? বৌদ্ধরা পুনর্বার জন্ম নিতে চান না। বুদ্ধ মানুষদের শিখিয়েছেন পুনর্জন্মের চক্র (সংসার) থেকে বের হয়ে আসার জন্য

৩) উৎসর্গ এবং জীবন দান?

৪) ন্যায় বিচার এবং ক্রোধ?

৫) নতুন হওয়া (আবার জন্ম নেওয়া) বনাম নতুন করে দেহধারণ বা পুনর্জন্ম

৬) ইন্দ্রিগত ভালোবাসা বনাম সহমর্মিতা

৭) অপরাধ, মন্দ ইচ্ছা নাকি ক্লেশ টান?

৮) বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের মধ্যে কার প্রাধান্য বেশি? কে বেশি প্রাচীন?

৯) যোগ্যতা নাকি অনুগ্রহ?

১০) সৃষ্টি বনাম চির অস্থায়ী বাসস্থান?

১১) বিশ্বাস বনাম আস্থার মধ্যে কোনটা বেশি পরিচিত?

১২) সংরক্ষিত ইতিহাস অথবা মতবাদের উপর ভিত গাঁথা তথ্যের ভিত্তিতে গল্পসমূহ

" কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন **মৈত্রী করুণা** করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেহ তাঁহাতে **বিশ্বাস** করে করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু **নিত্য অনন্ত জীবন** পায়"- যোহন ৩:১৬ পদ। প্রচারকারী খ্রিস্টানদের এই প্রধান বাইবেল সাক্ষ্যটি অনেক পশ্চিমা খ্রিস্টানরা প্রারম্ভিক রবিবার স্কুলে বাইবেলের সাধারণ ধারণার সাথে পরিচিতি লাভের জন্য বাচ্চাদের শিখিয়ে থাকেন । বৌদ্ধরা এই সাক্ষ্যটি একটু অন্যভাবে পড়েন। তারা পরিত্রাণের সুখবর সম্পর্কে শুনেন না কিন্তু তাদের শ্রুতি অনুযায়ী মনে করেন এটা ঈশ্বরের ইন্দ্রিগত ভালোবাসা এবং এটা তাদেরকে পুনর্জন্মের চক্রের দিকে নিয়ে যায় যা নরকে ধ্বংস হবার মতো সমান। বাইবেলের লেখকেরা যে সম্পূর্ণ অর্থ পাঠকের সাথে সংযোগের জন্য চেয়েছিলেন, বৌদ্ধদের দৃষ্টিকোণে ঠিক তার পুরো উল্টোটা। তারা যোহন ৩:১৬ পদকে যেভাবে বাইবেলে দেখানো হয়েছে সেভাবে সুসমাচার হিসেবে নয়, কিন্তু খারাপ সংবাদ হিসেবে বুঝে নিয়েছেন। বৌদ্ধদের কাছে এর থেকে ভালো অনুবাদ হয়তো এরকম যে, " ঈশ্বরের এতো সহমর্মিতার কারণে তার একমাত্র এবং অনন্য পুত্রকে দান করলেন যে যে কেউ তার উপর বিশ্বাস রাখে সে নরকে ধ্বংস হবেনা কিন্তু স্থায়ী নিত্য অনন্ত জীবন পাবে- বার্মা (মিয়ানমার) বাইবেলের সাম্মা পিতাকা অনুবাদ অনুযায়ী যোহন ৩:১৬ পদ। সাম্মা পিতাকা হলো প্রথম বার্মা বাইবেলের দেশীয় অনুবাদ কারণ এটা জুডসন অনুবাদের উপর নির্ভরশীল না যা ১৫টি বার্মিজ অনুবাদের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১) কষ্টের কারণ এবং প্রভাব

পাঁচ দিনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী এবং সমস্ত জীব সৃষ্টির পর, ধূলা হতে ঈশ্বর প্রথমবার বিবাহ ঘটান। তিনি প্রথম মানুষকে আদম এবং প্রথন নারীকে হবা নাম দেন। তিনি এই পরিবারকে আশীর্বাদ করেন, "তোমরা প্রজাবন্ত এবং বহুবংশ হও।" তিনি তাদেরকে এদেন বাগানে প্রয়োজনীয় সবকিছু দিলেন। এই বাগানে অনেক ফলমূলের গাছ ছিল, যেমন জীবন বৃক্ষ এবং ভালো-মন্দ জ্ঞানবৃক্ষ। মানুষের তখন বেঁচে থাকার প্রয়োজনে প্রাণিহত্যার দরকার ছিলনা। অন্যান্য প্রাণিদের মতো, প্রথম নর এবং নারীর কোনো কাপড়ের প্রয়োজন ছিলনা, এবং তারা লজ্জাবোধ করতোনা। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর প্রতিদিন নেমে আসতেন এবং বন্ধুর মতো তাদের সাথে কথা বলতেন। তখন প্রাণিকূলে সবচেয়ে চালাক প্রাণি ছিল সাপ (এই সাপ ছিল দুষ্ট, যার নাম শয়তান-**মারা**)। একদিন সে হবাকে বললো, "এটা কি সত্য যে ঈশ্বর তোমাদের সকল গাছ থেকে ফল খেতে মানা করেছেন?"

"ওহ, আমরা সব ফলই খেতে পারি। শুধু ভালো-মন্দ জ্ঞানবৃক্ষের ফল ছাড়া। ঈশ্বর আমাদের ঐ গাছের ফল খেতে এমনকি ছুঁতেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে যদি আমরা এমন করি, তাহলে আমরা মারা যাবো।"

"এটা মিথ্যা! তোমরা মরবেনা। ঈশ্বর এমন বলেছেন কারণ তিনি জানেন যে তোমরা যদি এই ফল খাও, তোমরাও তার সমতুল্য হবে-তোমরা সেই **জ্ঞান-প্রজ্ঞা** পাবে।"

স্ত্রীলোক সেই ফলের দিকে তাকালেন। এটি দেখতে খুব সুন্দর এবং সুস্বাদু ছিল। তিনি ভাবলেন, "আমি যদি এই ফল খাই, এটা আমাকে জ্ঞান-প্রজ্ঞা দেবে।" এই ভেবে তিনি ফলটি নিলেন এবং খেয়ে ফেললেন। সে এর থেকে কিছু ফল আদমকে দিলেন এবং তিনিও ফলটি খেলেন। হঠাৎ তারা বুঝতে পারলেন যে তারা উলঙ্গ। সাথে সাথেই তারা কিছু পাতা সেলাই করে নিলেন এবং তা দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকলেন।

সন্ধ্যা হতেই, তারা ঈশ্বরের বাগানে হাঁটার আওয়াজ পেলেন। সাথে সাথে তারা বুঝতে পারলেন যে তারা ঈশ্বরকে ভয় পান, তাই তারা গাছের পিছনে লুকিয়ে পরলেন।

"আদম, কোথায় তুমি?"

আদম জানতেন যে তাকে উত্তর দিতে হবে। তিনি বললেন, "প্রভু, আমি আপনার পায়ের আওয়াজ শুনেছি, এবং আমি ভীত কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আমি লুকিয়ে রয়েছি।"

“কে তোমাকে জানালো যে তোমরা উলঙ্গ? তুমি কি আমার নিষেধ করা গাছের ফল খেয়েছো?”
“আপনি আমাকে যে স্ত্রীলোক দিয়েছেন এটা তার ভুল। সে আমাকে ঐ ফল খেতে দিয়েছে এবং আমি তা খেয়েছি।”
ঈশ্বর হবাকে বললেন, “তুমি এটা কেন করেছো?”
“এটা ঐ সাপের ভুল! সাপ আমাকে ছলচাতুরি করে এই ফল খাইয়েছে!”

ঈশ্বর সাপের দিকে তাকালেন এবং বললেন, “এই কাজের জন্য তুমি অন্য সব প্রাণির থেকে সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হবে। এখন থেকে তুমি পেটে ভর দিয়ে হাঁটবে। তোমার এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে এবং তোমার বংশধর আর স্ত্রীলোকের বংশধরের মধ্যে যুদ্ধ চলবে। সেই বংশেরই একজন তোমার মাথা পিষে দেবে, এবং তুমি তার গোঁড়ালিতে ছোবল মারবে।”

স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বর বললেন, “তুমি গর্ভকালীন সময়ে অনেক কষ্টভোগ করবে এবং তোমার প্রসববেদনা হবে। তুমি তোমার স্বামীর উপর কর্তৃত্বলাভ করতে চাইবে কিন্তু এখন থেকে স্বামী কর্তৃত্ব করবে এবং তুমি স্বামীকে চাইবে।”

ঈশ্বর আদমকে বললেন, “আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম যে তুমি ঐ গাছের ফল খাবেনা। আমার অবাধ্য হওয়ার কারণে মাটিও কষ্টভোগ করবে। এখন থেকে, তুমি নিজে চাষ করবে, এবং মাটি তোমার বিরুদ্ধে থাকবে। মাটিতে কাঁটাগাছ এবং আগাছা জন্মাবে। তুমি ততদিন পর্যন্ত ঘাম ফেলে পরিশ্রম করবে যতদিন না পর্যন্ত যে মাটি হতে তুমি এসেছো সেই মাটিতেই ফিরে না যাও।”

ঈশ্বর তাদেরকে পশুর চামড়া থেকে পোষাক বানিয়ে পরালেন। তিনি তাদেরকে বাগান থেকে বের করে দিলেন, যেখানে তারা তাদের নিজেদের খাদ্য নিজেরা মাটিতে চাষ করে খাবে।

ঈশ্বর সেই বাগানের বাইরে একজন **দেবকে** পাহারা দেওয়ার জন্য রাখলেন। সেইদিন থেকে, মানুষ জীবনবৃক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

২) সহানুভূতিশীল প্রভুর জন্ম

২,০২১ বছর আগে, বুদ্ধদেবের জন্মের ৫৬৩ বছর পর, ইস্রায়েল দেশে মরিয়ম নামের এক কুমারী মেয়ের কাছে একজন **দেব** আবীর্ভূত হন। ইস্রায়েল বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত কিন্তু সেই সময়ে দেশটি নির্মম এবং নিপীড়ক রোমান শাসকের সেনাবাহিনী দ্বারা চালিত হতো। মরিয়ম তখন যোসেফ নামের এক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন। সেই **দেব** তাকে বললেন, "মরিয়ম, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন।" তিনি অনেক হতভম্ব ছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি কি বলবেন। "ভয় পেওনা। ঈশ্বর তোমাকে বেছে নিয়েছেন। তুমি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে এবং তাকে যীশু ডাকবে। সে মহান হবে এবং তার সাম্রাজ্যের কোনো অন্ত থাকবেনা"। মরিয়ম বললেন, "এটা কি করে হতে পারে? আমি এখনও কুমারী"। **দেব** বললেন, তুমি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের শক্তিতে এই শিশুর জন্ম দেবে, অতএব, শিশুটিকে ডাকা হবে ঈশ্বরপুত্র! এই শিশু কোনো সাধারণ শিশু নয়, এবং সে প্রথম নারী হবার বংশ থেকে আসেনি, সে এসেছে নির্বাণ নগর থেকে"। **দেব** আরো বললেন, "মরিয়ম, ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব"। মরিয়ম সহমত হলেন এবং মাথা ঝুকে বললেন,"আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন, তাই হোক"। শীঘ্রই যোসেফ, যার সাথে মরিয়ম বাগদত্তা ছিলেন, তিনি বুঝতে পারলেন যে মরিয়ম গর্ভবতী। তিনি জানতেন যে তিনি সেই শিশুর পিতা নন। তবুও, তিনি একজন ন্যায়বান লোক ছিলেন এবং তিনি মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাননি। তিনি চুপচাপ বিবাহের চুক্তিটা ভেঙ্গে দিবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তখন একজন **দেব** তার স্বপ্নে দেখা দিলেন। "যোসেফ, তুমি মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় পেওনা। সে যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করেছে তা ঈশ্বর হতে এসেছে। যখন সে জন্মাবে, তুমি তার নাম রাখবে "**যীশু**" যার অর্থ **ত্রাণকর্তা ঈশ্বর**, কারণ তিনি মানুষকে ক্লেশ টান থেকে রক্ষা করবেন"। যোসেফ সাথে সাথেই মরিয়মকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন। সেই সময় রোমান সেনাবাহিনী সকল ইস্রায়েলীদের নিজ নিজ গ্রামে যেতে বাধ্য করেন, তাই যোসেফ এবং তার স্ত্রী মরিয়মকেও তাদের গ্রাম বৈৎলেহম যেতে হয়েছিল কেননা রোমান শাসক আদমশুমারী করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাদের যাত্রাকালীন সময়টা মরিয়েমের সন্তান প্রসবের সময় খুব নিকটে ছিল। যোসেফ এবং মরিয়মের বৈৎলেহমে কোনো পরিবার আত্মীয় ছিলনা। দূর্ভাগ্যক্রমে সব হোটেলগুলোও ভর্তি ছিল যখন তারা সেখানে পৌঁছায়, তাই যোসেফ রাত্রিযাপনের জন্য একটি গোয়ালঘর খুঁজে পান। সেই রাতে মরিয়ম তার সন্তানের জন্ম দেন। ত্রাণকর্তা জন্ম নেন। মরিয়ম একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে জড়ান এবং একটি যাবপাত্রে শুইয়ে রাখেন। ঐ একই রাতে, কাছেই একটি মাঠে রাখালেরা ভেড়ার পাল চড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটি **দেব** তাদের সামনে দাঁড়ালেন, এবং আকাশে উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেলো। রাখালেরা ভয় পেয়ে গেলো, কিন্তু সেই দেব বললেন, "ভয় পেয়োনা। আমি তোমাদের জন্য সুসংবাদ এনেছি!"তারপর তিনি কাছের একটি শহরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আজ রাতে, বৈৎলেহমে ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনিই মসীহ (মৈত্রেয়)। সেখানে যাও, এবং যাবপাত্রে শোয়ানো এক টুকরা কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুর খোঁজ করো"। হঠাৎ পুরো আকাশ **দেবদের** দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলো, যারা ঈশ্বরের প্রশংসা করছিল এবং গাইতে লাগলো, "নির্বাণে থাকা ঈশ্বরের গৌরব হোক! পৃথিবীতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক"। তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাখালেরা সাথে সাথে তাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছিল তাই করলো। তারা বৈৎলেহমে যেয়ে মরিয়ম, যোসেফ এবং সেই শিশুর

দেখা পেলেন, ঠিক যেমনটা **দেব** বলেছিলেন। তারা সবাইকে বললো যে সেই রাতে কি কি হয়েছিল, এবং তা শুনে সকলেই খুব আশ্চর্য হলো। এরপর, তারা যা কিছু দেখেছিল তা নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে মাঠে ফিরে গেলো।

পূর্ব এশিয়া থেকে জ্ঞানী পণ্ডিতেরা, সম্ভবত ট্যাক্সিলা, ভারত হতে তারা মসীহের(মৈত্রেয়) আগমনের ব্যাপারে শুনেছিলেন এবং তারা পশ্চিমে ইস্রায়েলে সেই মসীহকে (মৈত্রেয়) খুঁজতে আসেন। তারা পূর্বদেশ থেকে একটি তারকাকে অনুসরণ করতে করতে ইস্রায়েলে আসেন যেখানে যীশু জন্মেছিলেন। পণ্ডিতেরা রোমান সেনাবাহিনীর শাসক এবং তার মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন কোন গ্রামে মসীহ জন্মেছেন। শাসক ত্রাণকর্তা এসেছেন শুনে ঈর্ষান্বিত হলেন, কারণ ভবিষ্যতবাণীতে বলা হয়েছিল যে এই ত্রাণকর্তা ইস্রায়েল এবং সমগ্র পৃথিবীর রাজা হবেন। মসীহ এবং খ্রীষ্ট শব্দদুটির অর্থ হলো "অভিষিক্ত"। তিনি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন সেই শিশুকে হত্যা করার জন্য কিন্তু একজন দেব যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে তিনি যেন আফ্রিকায় অবস্থিত পাশের দেশ মিশরে আশ্রয় নেন। যখন পণ্ডিতেরা যীশুকে খুঁজে পেলেন, তারা তার আরাধনা করলেন, তাকে স্বর্ণ, লোবান ধূপ এবং গন্ধরস উপহার দিলেন।

৩) যীশু করুণা শেখান

লূক ১০:25-37

কোনো একটি অনুষ্ঠানে একজন ধর্ম-আইন শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষা করতে আসলেন। তিনি বললেন "গুরু, কি করলে আমি নিত্য অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো?
যীশু উত্তর দিলেন, "আইনে কি লেখা আছে? সেখানে কি পড়েছেন?

তিনি বললেন,"তোমার ঈশ্বর প্রভুর জন্য মন-প্রাণ এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে **মেট্রা** রাখবে; এবং তোমার প্রতিবেশির প্রতি **করুণা** রাখবে"।

"আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন," যীশু বললেন। "আপনি এরকম করে থাকলে জীবন পাবেন।"

কিন্তু তিনি নিজেকে ঠিক প্রমাণ করতে চাইলেন, তাই তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এবং কে আমার এই প্রতিবেশি?"

এর উত্তরে যীশু বললেনঃ "এক লোক যিরূশালেম থেকে যিরীহো শহর যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ তার পথে ডকাতেরা আক্রমণ করলো। তারা তার কাপড় খুলে নিলো, মারলো এবং অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলো। একজন উচ্চ পদের পুরোহিত সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, এবং যখন তিনি ঐ লোকটিকে দেখলেন তখন পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। একই ভাবে, একজন ধর্ম শিক্ষক যখন সেই পথে আসলেন এবং তাকে দেখলেন, তিনিও পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু একজন শমরীয় ব্যক্তি সেই রাস্তা দিয়ে যাত্রা করছিলেন, যখন সেই জায়গায় আসলেন; এবং লোকটিকে দেখলেন, তার খুব মায়া (**মুদিতা**) হলো। (শমরীয়রা যিহুদীদের মতোই ছিল কিন্তু ইস্রায়েলীয় যিহূদীরা তাদের তুচ্ছ করতো)।

তিনি তার কাছে গেলেন এবং তার আঘাতে তেল ও আঙ্গুর রস ঢেলে বেধে দিলেন। তারপর নিজের গাধায় চড়িয়ে একটি হোটেলে আনলেন এবং তার যত্ন করলেন। পরদিন তিনি ২ টা পয়সা (দুইদিন চলার মতো পরিমাণ) বের করে হোটেলের মালিককে দিলেন। তিনি বললেন, "লোকটির যত্ন নিবেন। যদি এর চেয়ে বেশি খরচ হয় তাহলে আমি ফিরে এসে তা শোধ করবো"।

"এই তিনজনের মধ্যে আপনার কি মনে হয় যে কে সেই ডাকাতের সামনে পরা লোকটির প্রতিবেশি ছিলেন?"

সেই শিক্ষক বললেন, "যে ব্যক্তিটি তার প্রতি **মুদিতা** দেখিয়েছেন"

যীশু তাকে বললেন, "আপনিও সেরকমই করুন।"

৪) যীশু পুথুজানাদের (ক্লেশ টান) অনুতাও করতে ডাকেন। *লূক ১৯:১-১০*

যীশু যিরীহো শহরে প্রবেশ করলেন এবং এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে সক্কেয় নামের একজন লোক ছিলেন; তিনি একজন প্রধান কর-আদায়কারী ছিলেন এবং খুব ধনী ছিলেন। তিনি যীশুকে দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু উচ্চতায় খুব খাটো হওয়ায় অনেক ভিড়ের মাঝে দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি দৌঁড়ে গেলেন এবং সাইকামোর-ডুমুর গাছে উঠলেন যীশুকে দেখার জন্য, কারণ যীশু সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন। যখন যীশু সেই জায়গায় আসলেন, তিনি উপরে তাকালেন এবং বললেন, "সক্কেয়, এখনই নিচে নামো। আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।" তাই তিনি নিচে নেমে এলেন এবং যীশুকে স্বাগত জানালেন।
সেখানে উপস্থিত সকলেই আস্তে আস্তে বলতে লাগলো, "উনি আজ একজন পুথুজানার (ক্লেশ টান) অতিথি হবেন"
কিন্তু সক্কেয় উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রভুকে বললেন, "দেখুন, প্রভু! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ গরীবদের দিয়ে দিচ্ছি, এবং যদি আমি কাউকে ঠকিয়ে থাকি, তাহলে তার চার গুণ পরিমাণ ফিরিয়ে দেবো।"
যীশু তাকে বললেন, "আজ আই বাড়িতে পরিত্রাণ এসেছে কেননা এই লোকটিও আব্রাহামের একজন সন্তান। যারা হারিয়ে গেছে তাদের খোঁজ করতে এবং বাঁচাতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।"

৫) যীশু মন্দের চেয়ে শক্তিশালী

লূক ৮:২৫-৩৯

যীশু এবং তার শিষ্যরা নৌকায় করে সমুদ্রের তীরে একটি জায়গায় আসলেন যেখানে একটি লোক কবরে থাকতো যার ভেতর মন্দ আত্মা ঢুকেছিল। কেউ তাকে ধরে রাখার মতো শক্তিশালী ছিলনা। সবাই তাকে অনেকবার শিকলবন্দী করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই লোক সব ভেঙে ফেলতো। সে পাহাড়ে কোনো কাপড় ছাড়াই ঘুরে বেড়াত এবং কবরে বাস করতো। সে কাঁদত, চিৎকার করতো এবং নিজেকে পাথর দিয়ে আঘাত করতো।

যখন সে যীশুকে এবং তার শিষ্যদের নৌকা থেকে নামতে দেখলো, তখন সে দৌঁড়ে গেলো এবং তার সামনে নত হলো। সে চিৎকার করে উঠলো, "আমি জানি আপনি কে। আপনি যীশু, সর্বোচ্চ ঈশ্বরের পুত্র! আমাকে একা ছেড়ে দিন। আমাকে আঘাত করবেন না।"

যীশু বললেন, "তোমার নাম কি?" "আমাদের নাম বাহিনী কারণ আমরা অনেক। দয়া করে আমাদেরকে অতলে পাঠিয়ে দেবেন না। দেখুন, ঐ পাহাড় থেকে কতগুলো শুকর যাচ্ছে। আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দিন।" যীশু সেই শুকরদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "হ্যাঁ, তোমরা সেখানে যেতে পারো।"

এটা শুনে, মন্দ আত্মাগুলো সেই লোকটিকে ছেড়ে দিলো এবং শুকরগুলোর মধ্যে ঢুকলো। সেখানে থাকা ২,০০০ শুকর জংলী হয়ে গেলো এবং পাহাড়ের খাড়া ঢাল দিয়ে নিচে নামলো। তারা সমুদ্রের মাঝে গেলো এবং ডুবে মারা গেলো। যারা সেই শুকরগুলো চড়াচ্ছিল তারা শহরে দৌঁড়ে গেলো এবং সবাইকে জানাতে লাগলো। একদল মানুষ নিজের চোখে দেখার জন্য সেই জায়গায় চলে আসলো। তারা যীশুর কাছে আসতেই সেই মন্দ আত্মায় ধরা লোকটিকে দেখলো। সেই লোকটি চুপচাপ বসে ছিল, কাপড় পরিহিত ছিল এবং যীশুর কথা শুনছিল। তারপর, সেই লোকেরা যা কিছু হয়েছে তা নিয়ে বলাবলি করতে লাগলো। সবাই ভীত ছিল, তাই তারা যীশুকে চলে যেতে বললো।

যখন তিনি নৌকায় উঠলেন, তখন সেই সুস্থ হওয়া লোকটি বললো, "দয়া করে আমিও কি আপনাদের সাথে যেতে পারি?" যীশু তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "তোমার বাড়িতে ফিরে যাও এবং তাদেরকে জানাও প্রভু তোমার জন্য কি করেছেন। তোমার জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাও।" এরপর যীশু এবং তার শিষ্যেরা তীর ছেড়ে দিলেন এবং হ্রদের যেদিকে যিহুদীরা থাকে সেদিকে গেলেন। সেই লোকটি তার নিজ বাড়িতে ফিরে গেলো এবং সবাইকে বলতে লাগলো যে যীশু তার জন্য কি করেছেন। এতে সবাই খুব আশ্চর্য হলো।

৬) যীশু ৫,০০০ লোককে খাওয়ান **যোহন ৬:১-১৫**

এর কিছুদিন পর, যীশু গালীল সমুদ্রের আরো দূরে চলে এলেন, এবং মানুষের একটি বড় দল তার পিছু পিছু চলতে লাগলো কারণ যীশু যে চিহ্ন হিসেবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছেন তারা তা দেখেছিল। তখন যীশু একটি পাহাড়ের পাদদেশে উঠলেন এবং সেখানে তার শিষ্যদের সাথে বসলেন। তখন যিহুদীদের উদ্ধার-পর্বের অনুষ্ঠান কাছাকাছি ছিল।
যখন যীশু দেখলেন যে অনেক লোক তার কাছে এসেছে, তিনি ফিলীপকে বললেন, "এদের জন্য কোথায় রুটি কিনতে পারবো?" তিনি এটা ফিলীপকে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ তিনি জানতেন যে তিনি করবেন।
ফিলীপ তাকে উত্তর দিলেন, "এদের প্রত্যেকের অল্প পরিমাণে খাওয়ানোর জন্যে অর্ধেক বছর চলার মতো পরিমাণের চেয়েও বেশি খরচ লাগবে!
আরেকজন শিষ্য, আন্দ্রিয়, শিমোন পিতরের ভাই, বলে উঠলেন, "এখানে একটি ছেলের কাছে পাঁচটি রুটি এবং দুইটি ছোট মাছ আছে, কিন্তু এটুকু দিয়ে কতজনেরই বা হবে?
যীশু বললেন, "সবাইকে বসতে বলো।" সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল, এবং সবাই বসে পরলো (সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার লোক ছিল)। যীশু সেই রুটিগুলো হাতে নিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, এবং সেখানে যারা বসে ছিল তাদের মাঝে ভাগ করে দিলেন যে যত চায় তত যেন পায় সেভাবে। তিনি মাছগুলোর সাথেও একই করলেন।
যখন তাদের যথেষ্ট খাওয়া হয়ে গেলো, তিনি তার শিষ্যদের বললেন, "যে টুকরো গুলো বেঁচে আছে তা এক জায়গায় করো। কোনো কিছু নষ্ট করোনা।" তাই তারা সব একত্র করল এবং বারো ঝুড়ি ভর্তি হলো সেই পাঁচটি রুটি খাওয়ার পর।
যীশুর এই চিহ্ন লোকেরা দেখার পর, তারা বলতে লাগলো,"নিশ্চয়ই তিনিই সেই নবী (**মৈত্রেয়**) যার এই পৃথিবিতে আসার কথা ছিল।" যীশু

জানতেন যে তারা তাকে জোর করে তাদের রাজা বানাবেন, তাই তিনি নিজেই সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন এবং অন্য পাহাড়ে গেলেন।

৭) যীশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণ লূক ২৩:১-৫৬

যীশু ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে তাকে ঠকানো হবে, তিনি যিহূদী রোমান সেনাবাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার হবেন, তাকে ক্রুশে দেওয়া হবে এবং তিনদিন পর আবার বেঁচে উঠবেন। তিনি বলেছিলেন যে তার মৃত্যু কোনো দূর্ঘটনা নয় এবং এটা জগতের সকল ক্লেশ টানের ক্ষমার জন্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং একদম তাই হয়েছিল। তার শিষ্য যিহুদা তাকে টাকার জন্য ঠকান এবং একজন তথ্যদানকারী হিসেবে কাজ করেন এবং যিহূদী আদালত তাকে নিজেকে মসীহ, একজন রাজা ঘোষণা করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করেন। তারা মিথ্যে অভিযোগ জানান যে যীশু লোকেদের রোমান রাজার কাছে কর না দিতে শিখিয়েছেন। যীশুকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় তাকে দুজন চোরের সাথে ক্রুশবিদ্ধ করে মারার জন্য। সেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা যীশুকে ধাতুর টুকরা লাগানো চাবুক দিয়ে ৩৯ বার আঘাত করে অত্যাচার করে। তার কাপড় খুলে নেয়, মারে এবং ঠাট্টা করে, কাঠের ক্রুশের সাথে তার হাত ও পা পেরেক দিয়ে গেঁথে দেয়। তিনি ৬ ঘন্টা ক্রুশে ছিলেন এবং যারা তাকে মেরেছে তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

যীশু এরপর জোর গলায় বললেন, "ঈশ্বর, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা তুলে দিলাম।" এটা বলার পর তিনি তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেনাপতি এসব দেখার পর ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন।" যখন সেখানে উপস্থিত সবাই এই দৃশ্য দেখলেন তখন তারা নিজেদের বুক চাপড়ালেন এবং চলে গেলেন। কিন্তু যারা তাকে চিনতো, এমনকি যে স্ত্রীলোকটি তাকে গালীল থেকে অনুসরণ করে আসছিল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে তারা সবই দেখতে থাকলেন।

সেখানে একজন লোক ছিলেন যার নাম ছিল যোসেফ, যিনি পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন, তিনি একজন ভালো এবং ন্যায়বান লোক ছিলেন, তিনি যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং ঘটেছিল তার পক্ষে ছিলেননা। তিনি আরিমাথেয়া গ্রাম থেকে এসেছিলেন, এবং তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি পিলাতের কাছে গেলেন, এবং যীশুর মরদেহ চাইলেন। তারা সেটা নিচে নামালেন, লিনেন কাপড় দিয়ে পেচালেন এবং একটি পাথর কেটে বানানো কবরে কবর দিলেন, যেখানে অন্য কাউকে কখনও কবর দেওয়া হয়নি। সেই দিনটি ছিল সামনে আসা ছুটি এবং **উপসাথা** (সাব্বাত) শুরু হওয়ার প্রস্তুতির নেবার দিন।

যে স্ত্রীলোকটি যীশুর সাথে গালীল থেকে এসেছিলেন তিনি যোসেফকে অনুসরণ করে কবরটি দেখলেন এবং দেহটি যেভাবে রাখা হয়েছিল তা দেখলেন। তারপর তারা সবাই বাড়ি চলে গেলেন এবং মশলা ও সুগন্ধীর বানানোর প্রস্তুতি নিলেন।

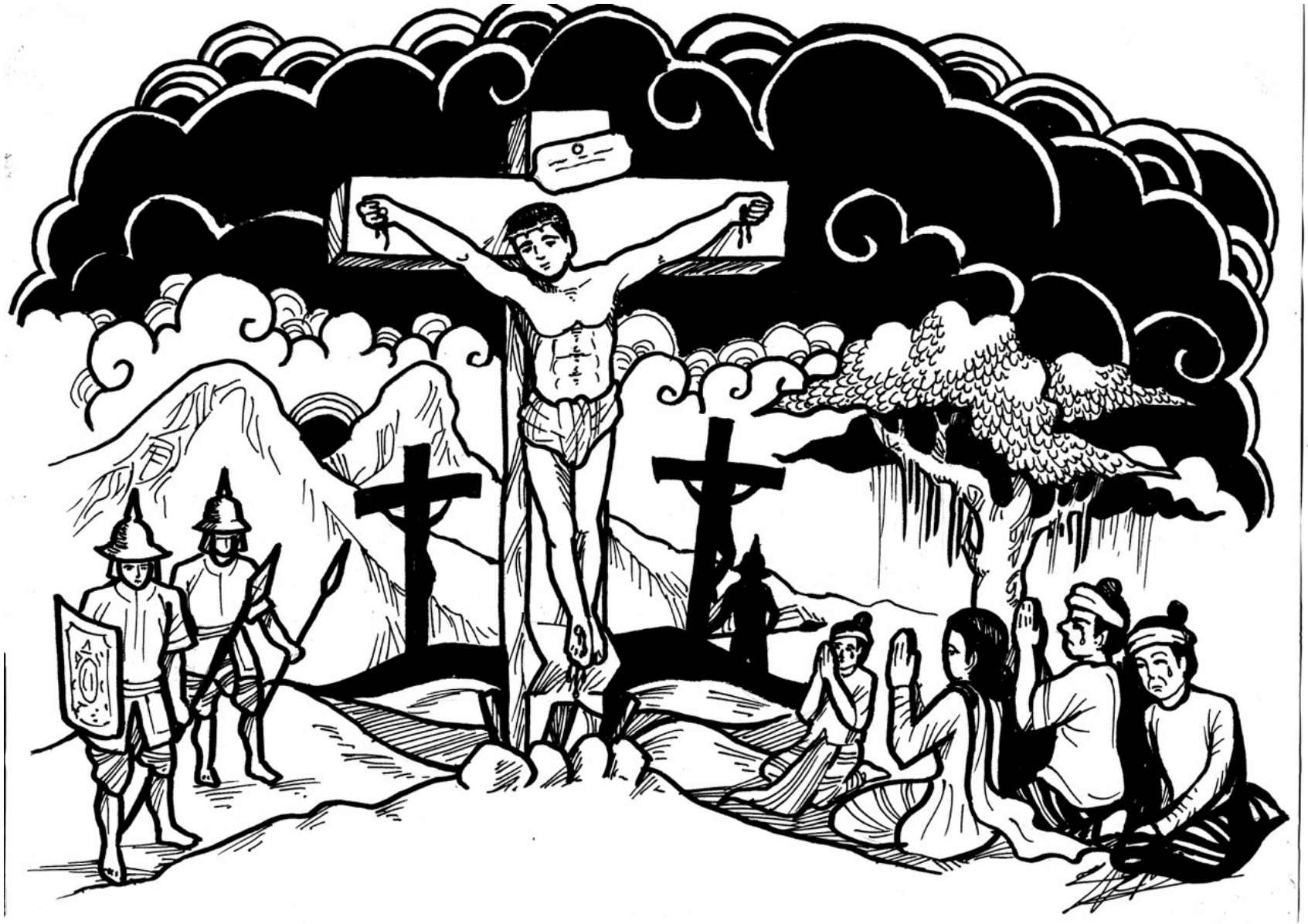

৮) পুনরুত্থান

লূক ২৪:১-৮

সপ্তাহের প্রথম দিন, খুব ভোর বেলা, সেই স্ত্রীলোকেরা যে মশলা বানিয়েছিলেন তা নিলেন এবং সেই কবরের দিকে গেলেন। তারা দেখলেন যে কবরের মুখে থাকা পাথরটি সরানো হয়েছে, কিন্তু যখন তারা ভিতরে ঢুকলেন, তারা প্রভু যীশুর দেহ খুঁজে পেলেন না। তারা যখন এই নিয়ে চিন্তা করছিলেন তখন উজ্জ্বল আলোময় কাপড় পরিহিত দুজন লোক তাদের পাশে দাঁড়ালেন। তারা ভয় পেয়ে নিচে ঝুকে মাথা নিচু করে রইলেন, কিন্তু সেই লোকেরা তাদেরকে বললেন, "তোমরা কেন মৃতের মধ্যে জীবিতকে খুঁজছ? তিনি এখানে নেই; তিনি উঠেছেন! মনে আছে গালীলে থাকাকালীন তিনি তোমাদের বলেছিলেন, "মনুষ্যপুত্রকে **পুথুজানাদের** (ক্লেশ টান) হাতে তুলে দেওয়া হবে, ক্রুশবিদ্ধ করা হবে, এবং তিনদিনের দিন আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।" তখন তারা সেসব মনে করতে লাগলেন।

যীশু তার শিষ্যদের সামনে দেখা দিলেন এবং বললেন, "শালোম (শান্তি)।" তারা সবাই হতভম্ব ছিল এবং ভয় পাচ্ছিল কারণ তারা ভেবেছিল যে তারা ভুত দেখেছে। তিনি বললেন, "ভয় পেয়োনা, আমার হাত এবং পা দেখো। এটা আমিই, আমাকে ছুঁয়ে দেখো, ভূতের রক্ত মাংস এবং হাড় নেই, যেমনটা আমার আছে।" যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের কাছে খাওয়ার কিছু আছে?" তারা তাকে আগুনে ঝলসানো মাছ দিলো, এবং তিনি তাদের সামনেই তা খেলেন। তিনি যখন তাদের সাথে ছিলেন তখন তাদের মনে করালেন যে তিনি আগেই বলেছিলেন যে তাকে মেরে ফেলা হবে এবং **নির্বাণ নগরে** তাদের জায়গা প্রস্তুত করবাআগে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।

৯) যীশু নির্বাণ নগরে গমন করলেন এবং প্রেরিত শিষ্যরা বিভিন্ন জাতির কাছে প্রচার কাজে গেলেন

মথি ২৮:১৬-২০, প্রেরিত ১:১১

শিষ্যেরা গালীলে গেলো, সেই পাহাড়ে যেখানে যীশু তাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখা দিলেন এবং শিষ্যেরা তার আরাধনা করলো। তিনি বললেন, "আমাকে সব কিছুর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, অতএব তোমরা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কাছে যাও এবং শিষ্য বানাও। তাদের ঈশ্বর, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে পানিতে নিমজ্জিত করো। আমার আদেশসমূহ পালন করা তাদেরকে শেখাও। মনে রেখো, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

যীশু মৃত হতে জীবিত হবার পর আরো ৪০ দিন পৃথিবীতে ছিলেন। তিনি তার শিষ্যদের সাথে সময় কাটাতেন, তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শেখাতেন। তিনি অন্যান্যদেরও দেখা দিয়েছিলেন, একবার ৫০০ জন লোকের ভিড়ে দেখা দিয়েছিলেন।

তিনি এরপর তার শিষ্যদের নিয়ে জলপাই গাছের পাহাড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "পিতার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা না পাওয়া অবধি যিরূশালেম ত্যাগ করোনা। যোহন পানিতে নিমজ্জিত করতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় নিমজ্জিত করবে।" যীশু **নির্বাণ নগরে** উঠে যাওয়ার সময় শিষ্যেরা তা দেখলেন। হঠাৎ দুইজন দেব দেখা দিয়ে বললেন, "কেন তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছো? ঠিক যেভাবে তোমরা তাকে উঠে যেতে দেখলে সেই একই যীশু আবার একইভাবে ফিরে আসবেন।"

১০) যীশু নির্বাণ নগরের রাজা

প্রকাশিত বাক্য ২১:৯-২২:২

একজন **দেব** যীশুর শিষ্য যোহনকে বললেন, "এসো", এবং তিনি আমাকে একটি আত্মার মধ্য দিয়ে উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন, এবং আমাকে পবিত্র নগরী দেখালেন, যিরূশালেম, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে **নির্বাণ** হতে এসেছিল। এটা ঈশ্বরের মহিমায় জ্বলজ্বল করছিল, এবং এটি দেখতে খুব মূল্যবান রত্নের মতো ছিল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। একে ঘিরে উঁচু, বড় বারোটি দেয়াল ছিল দরজা সহ এবং দরজাগুলোড় সাথে বারোজন **দেব** রাখা হয়েছিল। সেই দরজাগুলোতে ইস্রায়েলের বারোটি নৃগোষ্ঠীর নাম লেখা ছিল। পূর্ব দিকে তিনটা দরজা ছিল, উত্তরে তিনটা, দক্ষিণে তিনটা এবং পশ্চিমে তিনটা ছিল। যে **দেবটি** আমার সাথে কথা বলেছিল তার হাতে নগরী, এর দরজা এবং দেয়াল মাপার জন্য স্বর্ণের তৈরী একটি মাপকাঠি ছিল। নগরীটা চৌকো ছিল, এবং প্রস্থে সমান ছিল। তিনি নগরীর মাপ নিলেন সেই কাঠির সাহায্যে এবং দেখলেন যে এটা লম্বায় ১,৫০০ মাইল, এবং চওড়ায় লম্বার সমান। নগরীর রাস্তাগুলো স্বর্ণের ছিল, পরিস্কার কাঁচের মতো... নগরীটি আলোকিত হবার জন্য কোনো সূর্য বা চাঁদের আলোর প্রয়োজন ছিল না, ঈশ্বরের মহিমায় এটি আলোকিত ছিল, এবং মেষ শিশুটি ছিল এর প্রদীপ। সমস্ত জাতি সেই প্রদীপের আলোয় চলবে এবং পৃথিবীর রাজাগণ জাঁকজমকের সাথে আসবেন। এর দরজা কোনোদিনও বন্ধ হবেনা, এবং সেখানে কখনই রাত্রি হবেনা। সমস্ত জাতির গৌরব এবং মহিমা সেখানে আনা হবে। কোনো অশুদ্ধতা সেখানে প্রবেশ করবেনা, যারাম লজ্জা এবং ঘৃণার কাজ করে তারাও না, কিন্তু সেখানে শুধু তারাই আসবে যাদের নাম মেষ শিশুর জীবন বইতে লেখা আছে।

যীশু সব অশ্রু মুছে দিবেন এবং সেখানে কোনো মৃত্যু বা অসুস্থতা অথবা কষ্ট থাকবেনা।

এরপর আমি দেখলাম অনেকগুলো মানুষ যা গুনে শেষ করা যাবেনা, একত্রে জোরে নতুন গীত গাইছে, "তুমি যোগ্য কেননা তুমি তোমার রক্ত দিয়ে প্রত্যেক বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতির লোকদের কিনেছ ঈশ্বরের জন্য। তুমি তাদের পুরোহিত এবং রাজা বানিয়ে একটি রাজ্য গড়ে তুলেছো" প্রকাশিত বাক্য ৫:৯-১০

এরপর সেই **দেব** আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন, স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, ঈশ্বর এবং মেষ শিশুর সিংহাসন থেকে তা নগরীর রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে আসে। সেই আত্মা বললো, "এসো! যে তৃষ্ণার্ত সে এসো; যে এই জীবন জলের বিনামূল্যের উপহার নিতে চায় তাকে আসতে দাও।" নদীর দুই ধারেই জীবন বৃক্ষের গাছ ছিল, তাতে বারো রকমের ফল ধরেছিল, প্রত্যেক মাসেই তাতে ফল ধরে এবং তার পাতায় সমস্ত জাতিই সুস্থ হয়।